আসক্তি

শ্রীগোবিন্দদাস উদাসী বাবা

আত্ম তৃপ্তির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তাহার নাম আসক্তি। আসক্তি ভগবানকে ভুলাইয়া দেয়। আসক্তির মত সর্ব্বনেশে জিনিষ মানবের আর দ্বিতীয় নাই। মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই সে পৃথিবীর অনু-পরমাণুতে বিজরিত হয়। সুতরাং পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থের সঙ্গেই সে একটা সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হয়। তখন এই পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবীর সমস্ত খুঁটিনাটিতে মিশিতে চায়, এবং তাহার পঞ্চেন্দ্রিয় লালায়িত হয়ে পড়ে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি ভৌতিক বিকার একে একে তাহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলে, তখন মানুষ আসক্তিতে আত্মহারা হইয়া এক ক্রমবর্দ্ধমান আকাঙ্ক্ষাকে নিজের ইষ্টদেবের মত পূজা করিতে থাকে সুতরাং সুখেচ্ছা হইতে আসক্তির উৎপত্তি এই সুখেচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য— অভক্ষ ভক্ষণ, অকার্য্য করণ, অরূপ দর্শন - এ সকল সে আর ঘৃণা করে না। সে নিজের সুখের জন্য কিনা করিতে পারে। আসক্তি উন্মত্ত মানব ভাতৃহত্যা করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। পিতৃহত্যা করিয়া সিংহাসনে বসে। বিলাসের উপর বিলাস ঢালিয়া মন চরিতার্থ করে। তখন পরলোকের কথা আর মনে থাকে না। সংসার সুখকে সর্বস্ব ভাবিয়া মহিমাময় ঈশ্বরের স্থলে আত্মসম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই অভাগা সম্মানের পূজায় প্রাণ সমর্পণ করে। যাহার হৃদয়ের যত আসক্তি সে তত স্বার্থপর। সে অন্যকে বড় দেখিতে পারে না। পরশ্রীকাতরতা তাহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হিংসা করা তার অস্থিমজ্জা, ক্রোধ তার সহচর। এইরূপে উৎশৃঙ্খল পদ বিক্ষেপে সে জগতের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু হায়! কোথায় তার আসক্তির পরিতৃপ্তি। তাই বলি আসক্তির পুঞ্জীকৃত যন্ত্রণার একমাত্র আধার। যেখানে আসক্তি সেইখানেই মানুষ অত্যাচারী ব্যভিচারী, নৃশংস, বিশ্বাসঘাতক। একমুষ্টি অন্নে যাহার স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত হয়, দশমণ কাষ্ঠে যাহার দেহের পরিণাম সমাহিত হয়, সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব একমাত্র আসক্তির তাড়নায় অহংকারে আত্মহারা, অত্যাচারে দিগ্‌ভ্রান্ত, পরস্ব হরণে আনন্দিত হয়। আসক্তির বৃদ্ধিতে মোহের বৃদ্ধি, মোহের বৃদ্ধিতে ধর্ম্মবুদ্ধির নাশ হয়। ধর্ম্মবুদ্ধির নাশে অহংকারের উৎপত্তি হয়। আসক্তির অনল জ্বলিয়া উঠিয়া অভাগা মানবের সুগভীর মর্ম্মস্থান একেবারে দগ্ধ হইয়া যায়। সর্বনাশা আসক্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় কেবল নিজের আত্মচিন্তা করা। আসক্তির নাশ হয় কেবল স্থির চিত্তে আত্মচিন্তার দ্বারা। যাহাদের আত্মচিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদের মাঝে মাঝে নির্জনে থাকা আবশ্যক। চঞ্চল মনকে সংযত করিতে না পারিলে আত্মচিন্তার শক্তি জন্মায় না। আসক্তি নাশের আর একটি উপায় সংযম। উলঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছি আবার উলঙ্গ অবস্থায় যাইতে হইবে। এই কথাটি স্মরণ রাখিতে পারিলে মানব হৃদয়ে আসক্তি আর প্রশ্রয় পাইতে পারে না। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চঞ্চল মনকে বশে আনা যায়। যে আত্মবিস্মৃত মোহমুগ্ধ সংসারে দাসানুদাস সে কি বৈরাগ্য সাধন করিতে পারে? ভগবান বলেন চেষ্টা করিলে অসাধ্য সাধনও অসম্ভব নহে। অভ্যাসে কিনা হয়। চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে যত্ন তাহার নাম অভ্যাস। মনকে স্থির করিবার জন্যই যোগীগণ কতরকম নিয়ম, অষ্টবিধ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। অভ্যাস করিলে মনের কুপ্রবৃত্তি নিরোধ হইয়া যায়। মানুষ যদি সকল বিষয়কে নশ্বর ভাবিয়া তাহার প্রতি মনের বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করে তাহলে মনের কুপ্রবৃত্তির নিরোধ হইবে।

আজীবন মনকে চঞ্চলের উপাদান করিয়া রাখিয়াছি, তাই চঞ্চল মন স্থির হয় না। মনতো কেবল নিত্য নূতন বাসনার দিকে ছুটিতেছে। একটি ভোগ শেষ হইতে না হইতেই আবার আর একটি ভোগের কামনা করে। অনিত্যকেই আমার আমার বলিয়া আঁকড়ে ধরে। মনকে স্থির করিবার চেষ্টা কর। অভ্যাস করিলেই আবার সে স্থির হইবে। একমাসে না হয় ছয়মাসে হইবে। না হয় তিন বৎসরে হইবেই হইবে। এই জন্য আমরা বৈরাগ্যের অপেক্ষা অভ্যাসের ক্ষমতা অধিক স্বীকার করিয়া থাকি। সকলেই অনিত্য সুখের আকাঙ্ক্ষা করিয়া শান্তি লয়। আসক্তির পীড়নে শান্তিলাভ বড়ই দুর্লভ। এক অশান্তির অভাব দূর হইতে না হইতেই আবার আর একটা নূতন আসক্তির জন্য মন ধাবিত হয়। সুতরাং সুখেচ্ছা চিরদিনই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। যাহার আসক্তি নাই তিনি মহাকর্মী। তিনি অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রাজ্যের সকল সুখের সম্রাট। তিনি ধুলার জগতে স্বর্গের দেবতা। বৈকুণ্ঠ বল, স্বর্গ বল সকলই তাহার করতল গত। স্বয়ং ভগবান তাহার পুণ্যময় হৃদয় দ্বারে অতিথি স্বরূপ থাকেন। আসক্তির জয় বড় কঠোর সাধনা। কামনা ত্যাগ করা কি সহজ! এই জন্য যিনি আসক্তি জয় করিয়াছেন তাঁহাকে আমরা পূজা করি। এই জন্যই ভারতের

গৃহে গৃহে সাধু সন্ন্যাসীর এত আদর। হায়! কবে আমরা অনাসক্ত হইয়া সুখ-দুঃখকে সমান করিয়া বিধাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করিব? কবে আমরা আমাদের আসক্তিকে সেই চিন্ময় দেবতার চরণ কমলে সমর্পণ করিতে পারিব। ওগো মোর প্রাণের দেবতা এই প্রাণের মাঝে আর লুকিয়ে তুমি থেকো না। সদা সর্বদা প্রভু তুমি আমার চক্ষের সামনে থেকো গো। আমায় তোমার ঐ রাতুল চরণ ছাড়া করিও না ওগো প্রেমময় প্রাণের দেবতা আমাকে তোমার ঐ চরণছাড়া করিও না।